খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 20 ● Bardhaman ● 30 March 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

ঈদ মোবারক

খবর সোজাসুজি'র গ্রাহক,পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী,বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদপত্র বিক্রেতা এবং সমালোচক সহ সকলকে জানাই পবিত্র ঈদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

● স্কুলে ভিড় নেই,প্রাইভেটে ভিড়! স্কুল কামাই করে প্রাইভেট পড়তে যাওয়া এখন যেন ট্রেন্ড হয়ে গেছে। স্কুল টাইমে প্রাইভেট পড়তে যাওয়া বা স্কুল টাইমে প্রাইভেট পড়ানো কতটা যুক্তিযুক্ত ? উঠছে প্রশ্ন।

● বর্ধমান উন্নয়ণ সংস্থার চেয়ারম্যান তথা বর্ধমান ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কাকলি গুপ্ত তা সহ ১৩ জনকে গোষ্ঠী সংঘর্ষের মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করল বর্ধমান আদালত।বিডিএ'র চেয়ারম্যান কাকলি গুপ্ত তা'র ৩ বছর আর বাকীদের ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দিল আদালত। যদিও সাজা ঘোষনার পরে কাকলি গুপ্ত তা'র অস্থায়ী জামিন মঞ্জুর করল আদালত।

● শিলিগুড়ি শহরে সাইনবোর্ড ও হোডিং এ অন্য যেকোনো ভাষার সঙ্গে প্রথমে বাংলা ভাষায় লেখা বাধ্যতামূলক, বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিল শিলিগুড়ি পৌর নিগম কর্তৃপক্ষ।

● দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর স্থায়ী উপাচার্য পেল বিশ্বভারতী।বিশ্বভারতীতে স্থায়ী উপাচার্য পদে যোগ দিলেন অধ্যাপক প্রদীপ কুমার ঘোষ।

● বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতি হলেন গৌতম চ্যাটার্জি,আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতি হলেন সুশান্ত বেরা।

● বিপুল পরিমাণ গাছ কেটে ফেলা মানুষ খুন করার থেকেও বড় অপরাধ,একটি মামলার শুনানিতে মন্তব্য করল সুপ্রীম কোর্ট।

● ''রোজা না রেখে মেকি মুসলমান সেজে যারা ইফতার করছেন তারা ইসলামের অপমান করছেন'', সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্তব্য করলেন দিলীপ ঘোষ।

● ''বাংলা এগোবে,এই বছরে নয়, সামনের বছরে'', সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভার সাংসদ শমিক ভট্টাচার্য।

● ''শিল্পের জন্য শিল্পবান্ধব পরিবেশ দরকার'', সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

● ''হিন্দু মুসলিম শিখ ঈসায়ী আমরা সবাই ভাই ভাই। সম্প্রীতির

(এরপর চারের পাতায়)

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা,আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন - খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে উৎসাহের সঙ্গে ২৩ মার্চ, রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরে মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা,আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠন। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় পাঁচটি বিভাগে অংশ গ্রহণ করেছিল হুগলি ও পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন ব্লক থেকে আসা মোট ১১০ জন প্রতিযোগী। 'ক' বিভাগে অংশ গ্রহণ করেছিল ৪৫ জন প্রতিযোগী,তার মধ্যে ১৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।'খ' বিভাগে ৩৭ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয় এবং 'গ' বিভাগে ১৩ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৩ জনকে,'ঘ' বিভাগে ৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৩ জনকে এবং 'ঙ' বিভাগে ৭ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৩ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগে ছিল চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা,পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর

ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল 'খ' বিভাগে,'গ' বিভাগে ছিল সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল 'ঘ' বিভাগে এবং 'ঙ' বিভাগে সর্বসাধারণের জন্য ছিল আলপনা প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা সভা। আলোচ্য বিষয় বিষয় ছিল ''সাক্ষী পঁচিশ, বইয়ের পাতা,উড়লো যেন ফানুস/ বোঝার আগেই,ভাবলি বোঝা,ওরে বহুরূপী মানুষ।'' প্রধান অতিথি ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক কুন্তল চট্টোপাধ্যায়,বিশেষ অতিথি ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড.বাণী প্রসাদ সেন এবং শুধু সুন্দরবন চর্চা'র সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। উপস্থিত ছিলেন খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক,খবর সোজাসুজি'র উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য সার্থ কাপাসী,সুব্রত দাস,তাপস নন্দী, সব্যসাচী বিশ্বাস,মিলন মাঝি,সেখ আদু, রাবেয়া খাতুন,গীতিকা কোলে,মহুয়া ঘোষ এবং বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী আশীষ চন্দ্র সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন খবর সোজাসুজি'র উপদেষ্টা মন্ডলীর অন্যতম সদস্য শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের সংস্কৃতের শিক্ষক সার্থ কাপাসী।

খবর সোজাসুজি আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতা,আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে আবেগে আপ্লুত অতিথিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন - খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে ২৩ মার্চ রবিবার শিপতাই

মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে আবেগে আপ্লুত অতিথিরা।অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি আরামবাগ গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড.বাণী প্রসাদ সেন তাঁর অনুভূতি সোস্যাল মিডিয়ায় খুব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন।তিনি তাঁর ফেসবুক ওয়ালে লিখেছেন,''অনেক কথা হল। আলোচনা হল।আলাপ হল।সংলাপ বিনিময় হল।অপূর্ব একটি অনুষ্ঠান। দিনের প্রথম ভাগে আয়োজিত হয়েছিল অঙ্কন প্রতিযোগিতা।অফুরন্ত এবং প্রগাঢ় উৎসাহ নিয়ে ছেলে মেয়েরা অংশ নিয়ে ছিল। দুপুর গিয়ে বিকেল। খবর সোজাসুজি র উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের খানপুর অঞ্চলে অবস্থিত শিপতাই মহুলা সতী রঞ্জন

(এরপর চারের পাতায়)

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতা'র ফলাফল -২০২৫

বিভাগ 'ক' ঃ প্রথম - সোহাগ দে ঃ দ্বিতীয় - দেবোস্মিতা মান্না ঃ তৃতীয় - সুদীপা সাঁতরা ঃ চতুর্থ - বিশ্বনাথ ভূমিজ ঃ পঞ্চম - অর্ঘ্য দাস ঃ ষষ্ঠ - অনিরুদ্ধ মাজি সপ্তম- অন্বেষা ভূমিজ ঃ অষ্টম -তন্নি সু ঃ নবম - দীপায়ন মাজি ঃ দশম - অর্ক দে একাদশ - অনিক সু ঃ দ্বাদশ - ঈষা জয়পাল ঃ ত্রয়োদশ - সৌম্যদীপ রানা ঃ চতুর্দশ - অস্ত্রী চ্যাটার্জী ঃ পঞ্চদশ - তুহিন আশ।

বিভাগ 'খ' ঃ প্রথম ঃ নীলাঞ্জনা মিত্র ঃ দ্বিতীয় ঃ সেখ শবনম ঃ তৃতীয় ঃ কৌশিয়া বিশ্বাস ঃ চতুর্থ - অনিকেত কোলে ঃ পঞ্চম - প্রাপ্তি পাল ঃ ষষ্ঠ ঃ আরোহি ঘোষ সপ্তম ঃ সৃজা মিত্র ঃ অষ্টম ঃ দেবস্মিতা মাঝি ঃ নবম - সৌভিক কিস্কু ঃ দশম - সুদীপ্তা ঘোষ ঃ একাদশ - সম্পৃক্তা মালিক ঃ দ্বাদশ - দেবস্মিতা নন্দী ঃ ত্রয়োদশ - মণিষা রুইদাস ঃ চতুর্দশ - পায়েল দে ঃ পঞ্চদশ - শ্রাবন্তী দে ।

বিভাগ 'গ' ঃ প্রথম - ঋতুজা নন্দী ঃ দ্বিতীয় - ময়ূরী দাস ঃ তৃতীয় ঃ ত্রিপর্ণা পাল ।

বিভাগ 'ঘ' ঃ প্রথম -রাই পাল ঃ দ্বিতীয় ঃ দেবারতি ঘোষ ঃ তৃতীয় - রাইমা আহমেদ

বিভাগ 'ঙ' ঃ প্রথম - পিউ মালিক ঃ দ্বিতীয় - নন্দিতা কর্মকার ঃ তৃতীয় - সোমনাথ দাস।

ভোট আসে ভোট যায়,নান্দাইয়ে গুরজোয়ানি নদীর ওপর পাকা সেতুর দাবি অধরাই রয়ে যায় !

নিজস্ব সংবাদদাতা - কালনা থানার নান্দাই পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুনগ্রাম

ও ঘুঘুডাঙ্গার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে গুরজোয়ানি নদী। নদী পারাপারের জন্য রয়েছে একমাত্র সম্বল একটি বাঁশের তৈরি ব্রিজ।এই ব্রিজের ওপর ভরসা করেই প্রতিদিন স্কুল পড়ুয়ারা যাচ্ছে স্কুলে।মুমূর্ষু রোগী নিয়ে হাসপাতালে যেতে হলেও ভরসা এই বাঁশের

(এরপর চারের পাতায়)

খবর সোজাসুজি

Volume-2 ● Issue- 20 ● 30 March, 2025

শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ

বর্তমান ডিজিটাল যুগে আমরা বড়ই ব্যস্ত,লোক-লৌকিকতার সময় নেই।আধুনিকতার ছোঁয়ায় বর্তমান সমাজে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের শিষ্টাচার আর সৌজন্যবোধ।হারিয়ে যাচ্ছে নীতি নৈতিকতা,মানবতা আর মনুষ্যত্ব।আমরা ভুলে যাচ্ছি ছোট-বড় পার্থক্য।বড়দের সম্মান দিতেও অনীহা।গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা,ভক্তি দিন দিন কমছে। শিষ্টাচার ও সৌজন্য বোধ এখন যেন কথার কথা।একটা সময় ছিল যখন রাস্তায় স্যারকে দেখতে পেলে সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতো ছাত্র-ছাত্রীরা, জিজ্ঞাসা করতো স্যার কেমন আছেন ? এখন সেসব অতীত।এখন স্যারকে দেখতে পেলে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করা তো দূরের কথা,না দেখার ভান করে অনেকেই চলে যায়। গুরুজনদের প্রতি সম্মান,শ্রদ্ধা,ভক্তি এখন আর সেভাবে দেখা যায় না।নীতি শিক্ষার বড় অভাব। আর এসবের জন্য দায়ী আমরাই। বড়দের দেখেই তো ছোটরা শেখে।কারণ একটা শিশু যে পরিবেশে মানুষ হয়,বেড়ে ওঠার সময় সে সমাজ ও পরিবারে যা দেখে তা-ই গ্রহণ করে।আমরা যদি আমাদের বড়দের সম্মান দেখাই তাহলে শিশুরাও আমাদের দেখে শিখবে।তাই কথা বার্তা বলার সময় আমাদের যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। আমাদের কথা বার্তা আচার আচরণ মার্জিত ও রুচি সম্মত হলে আমাদের সন্তানদেরও আচার আচরণ ও কথা বার্তা মার্জিত ও রুচিসম্মত হবে। সন্তানদের দিতে হবে 'মানুষ' হওয়ার পাঠ। তাহলেই দেখবেন, বাবা মা এবং গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়বে। তাহলে বৃদ্ধাশ্রমের আর দরকার হবে না।পরীক্ষা হলে গিয়ে কেউ আর ফ্যান,লাইট কিংবা দরজা জানালা ভাঙবে না।পরীক্ষা শেষের আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে বই ছিঁড়ে রাস্তায় ওড়াবে না। ছোটরা বড়দের গায়ে হাত দেবে না।সম্পত্তির লোভে অসহায় বৃদ্ধ মা বাবাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে না। এখন স্কুল-কলেজে শিক্ষক-শিক্ষিকা ক্লাসে প্রবেশ করলে উঠে দাঁড়ায় ছাত্র ছাত্রীরা।এটা যেন একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। সম্মান,শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে কতজন উঠে দাঁড়ায় সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।কারণ এ ধরনের শিক্ষা তারা এখন আর পায় বলে মনে হয় না। পরিবার,সমাজ,স্কুল কলেজ থেকেই শুরু করতে হবে এই নীতি শিক্ষার পাঠ।আপনার সন্তানকে ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার বানাবার আগে 'মানুষ'হবার শিক্ষা দিন। ছোট থেকেই শিশু মনে জাগ্রত করুন মানবিক মূল্যবোধের ধারণা।তাহলেই গঠিত হবে একটা সুন্দর সুস্থ সমাজ। সর্বদাই মনে রাখবেন, আপনি যদি আপনার বড়দের সম্মান না দেন,তাহলে আপনাকেও আপনার ছোটরা সম্মান দেবে না। সম্মান পেতে গেলে আগে সম্মান দিতে হবে। নম্রতা, ভদ্রতা বজায় রেখে সকলের সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলুন। তাহলেই দেখবেন অন্যজনও আপনার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলবে,শত্রুও মিত্র হয়ে যাবে। আমাদের আচার আচরণই ঠিক করে দেবে ছোটদের আচার আচরণ। আমাদের দেখেই ছোটরা শিখবে।আমরা যদি বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ, ভালোবাসা দিতে পারি তাহলে ছোটরাও আমাদের সম্মান দেবে।গড়ে উঠবে একটা সুস্থ সুন্দর সমাজ।

খবর সোজাসুজি সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

ফর্ম -৪ রুল - ৮

১। প্রকাশের স্থান ঃ-	গ্রাম - মথুরাপুর, পোঃ- শিপতাই, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১২৩০৮
২। প্রকাশকাল ঃ	পাক্ষিক
৩। মুদ্রাকরের নাম ঃ	ইসরাইল মল্লিক, জাতি- ভারতীয় গ্রাম - মথুরাপুর, পোঃ- শিপতাই, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১২৩০৮
৪। প্রকাশকের নাম ঃ	ইসরাইল মল্লিক, জাতি- ভারতীয় গ্রাম - মথুরাপুর, পোঃ- শিপতাই, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১২৩০৮
৫। সম্পাদকের নাম ঃ	ইসরাইল মল্লিক, জাতি- ভারতীয় গ্রাম - মথুরাপুর, পোঃ- শিপতাই, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১২৩০৮
৬। স্বত্ত্বাধীকারী ঃ	ইসরাইল মল্লিক, জাতি- ভারতীয় গ্রাম - মথুরাপুর, পোঃ- শিপতাই, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১২৩০৮

আমি ইসরাইল মল্লিক এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তাং - ৩০ মার্চ ২০২৫ ইসরাইল মল্লিক

বর্ধমান প্রকাশক

গদ্য-কবিতা,না পদ্য-কবিতা

সজল চক্রবর্তী

আজকাল একটা প্রশ্ন উঠেছে,কে টিকে থাকবে -- পদ্য-কবিতা,না গদ্য-কবিতা!

যদি ঠিক ভাবে বিচার করা যায়,তবে দেখা যাবে -- পদ্য-কবিতা সহজেই ঠোঁটস্থ কিংবা মুখস্থ হ'য়ে যায়। এবং সহজেই সকলের মুখে -মুখে ফেরে। কারণ,পদ্য-কবিতা মনে রাখা সহজ তার ছন্দ এবং অন্তমিল-এর জন্য। অথচ গদ্য-কবিতা সেভাবে মনে রাখার কোনো সহজ কৌশল/কায়দা নেই।

... প্রকৃত প্রস্তাবে, কোনো কবিতাই, তা,

গদ্য-কবিতাই হোক কিংবা পদ্য-কবিতাই হোক -- টিকে থাকে তার অন্তর্নিহিত অমোঘ বাণী/বার্তা বা সুনিপুণ চিত্রকল্পের দরুণ।এবং কবিতা'টি গদ্য-কবিতা, না, পদ্য-কবিতা সে-প্রশ্নই অবান্তর হ'য়ে যায়।

...এখন ''বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে''-- এই বাক্য'টাই ধরা যাক। যিনি রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতা'টি পড়েনইনি, তিনি কীভাবে বুঝবেন --

এই বাক্যটি গদ্য-কবিতা'র অংশ, না , পদ্য-কবিতা'র অংশ ? এবার সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'হে ! মহাজীবন' কবিতা থেকে একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি,''পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি !''

কবিতা'টি না-পড়লে কেউ-ই বুঝতে পারবেন না,এই বাক্যটি গদ্য-কবিতা,না, পদ্য-কবিতা'র অন্তর্ভুক্ত ! এবার একটু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা 'ভোরাই' দেখা যাক,''আনকো আলোয় যায় দেখা ওই পদ্মকলির হাই-তোলা।''এই পংক্তিটিও একটা পদ্য-কবিতা'র-ই বটে, তবুও বোঝার উপায় নেই। এই তিনটি কবিতাই প্রথম দুটি অন্তর্নিহিত অমোঘ বাণী/বার্তার জন্য এবং তৃতীয়টি সুনিপুণ চিত্রকল্পের জন্য দাঁড়িয়ে আছে,হারিয়ে যায়নি।

আর,আমাদের ইচ্ছেও জাগে না এই কবিতাগুলোর প্রকৃতি (গদ্য,না পদ্য ?) নির্ণয়ের ! এখন চারটি ইংরেজি কবিতার একটি/দুটি ক'রে লাইন লিখছি । প্রত্যেকটি কবিতাই পদ্য-কবিতা এবং দাঁড়িয়ে আছে বার্তা এবং/কিংবা সুন্দর চিত্রকল্পের জন্য।

১) What is the life–if full of care - Leisure by W.H.Davies .

২) A thing of beauty is a joy for ever -Endymion by John Keats .

৩) And miles to go before I sleep -Stopping by the woods on a snowy evening by Robert Frost.

৪) Beside the lake beneath the trees,Fluttering and dancing in the breeze - Daffodils by William Wordsworth.

আবার বাংলা কবিতায় ফিরে আসছি।যদিও রবীন্দ্রনাথের

''আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুণী উঠলো রাঙা হয়ে...'' গদ্য-কবিতা বলে বুঝতে অসুবিধা হয় না,তথাপি কবিতা'টি দাঁড়িয়ে আছে এই অমোঘ বার্তা'টির দরুণ-ই ! জয় গোস্বামীও পদ্য-কবিতাই লেখেন

আগুন জ্বালাবার জন্য । লেখেন,''তবু আগুন, বেণীমাধব আগুন জ্বলে কই?

কেমন হবে আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই?

''এবার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দুটো কবিতার একটি ক'রে লাইন লিখছি,

১) প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।

২) ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।

প্রথম টি পদ্য-কবিতা আর দ্বিতীয়টি গদ্য-কবিতা। বিপরীত মেরুর কবিতা হ'য়েও কবিতা দু'টি দাঁড়িয়ে আছে তাদের অমোঘ বার্তা'র দরুণ,গদ্য-পদ্যের তোয়াক্কা না-ক'রেই !

'মূল' কি কখনো হারায়? না, কক্ষণোই হারায় না !

গাছে ফুল, ফল, পল্লব কতকিছুই না থাকে! আমরা সাময়িক ভাবে মোহিত হ'তে পারি, কিন্তু 'মূল' ভোলা যাবে কি? আর বিশেষ ক'রে, প্রত্যেক সাহিত্যের-ই 'মূল' যখন পদ্য-কবিতা ,

তখন সবাই কে পদ্য-কবিতা'য় ফিরতে হয় বা হবে। তাই শক্তিও নতজানু হন পদ্য-কবিতার কাছে এবং লিখে ফেলেন, '' আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী/ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি।'' আর একটা বড় কথা, পদ্য-কবিতা সহজেই মানুষের মুখে মুখে ফেরে,যেটা গদ্য-কবিতা'র পক্ষে একটু কঠিনই হয় বৈ কি,কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া !

তাই,পদ্য-কবিতা হারিয়ে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পরিশেষে, সমাজ-সংশোধন কবিদের কাজ নয়, তবুও কবিতা'য় একটা বার্তা থাকবেই , তাদের পূর্বসূরি'র কথা ''পুষ্প আপনার জন্য ফোটেনা,...'' মেনে।

টানা তিন বছর ধরে পাখি গণনায় বাংলা ভারতের শীর্ষে রয়েছে

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

দ্য গ্রেট ব্যাকইয়ার্ড বার্ড কাউন্ট (জিবিবিসি) হল বৃহত্তম বিশ্বব্যাপী পাখি পর্যবেক্ষণ কর্মসূচী যা কিনা কর্নেল ল্যাব অফ অর্নিথোলজি দ্বারা পরিচালিত হয়।যেখানে বিশ্বজুড়ে পাখি পর্যবেক্ষকরা প্রজাতি গণনায় অংশগ্রহণ করেন। জিবিবিসি প্রথম ১৯৯৮ সালে বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছিল। তবে ২০১৩ সাল থেকে ভারত তাতে অংশগ্রহণ করে আসছে। ভারতেও ৫০টিরও বেশি পাখি প্রেমিক সংগঠন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে এই কাজে অংশগ্রহন করেন। ই-বার্ড অ্যাপের মাধ্যমে তারা পাখি গননার কাজটি রেকর্ড করে তা আপলোড করেন। টানা তিন বছর ধরে পশ্চিমবাংলা ভারতের পাখি প্রজাতির গণনায় শীর্ষে রয়েছে। ২০২৫ সালের ১৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই মহড়ায় ভারতজুড়ে পাখি পর্যবেক্ষকরা ১,০৬৮টি প্রজাতি রেকর্ড করেছেন। সারা দেশে এই সংখ্যটি ২০২৩ ও ২০২৪ সালে ছিল যথাক্রমে ১০৭২ ও ১০৬৩ টি প্রজাতি। যার মধ্যে ২০২৫ সালে ৫৪৩টি প্রজাতি শুধু পশ্চিম বাংলায় পাওয়া গেছে।এই বছর, পাখি প্রজাতির রেকর্ডে বাংলা আবারও দেশের শীর্ষে রয়েছে। এই নিয়ে টানা তিন বছর ধরে পশ্চিম বাংলা ভারতের মধ্যে পাখি গননার সংখ্যার নিরীখে শীর্ষস্থান অধিকার করে আসছে। তাতে এই রাজ্যের সক্রিয় পাখি বৈচিত্র্যের ও পর্যবেক্ষণকারী স্বাক্ষরের প্রমান মেলে। জিবিবিসি এবছরে আগের তুলনায় কম সংখ্যক

অংশগ্রহনকারী দেখা গেছে। তা সত্ত্বেও, প্রজাতির বৈচিত্র্য ও পর্যবেক্ষকের সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই বাংলা তার ধারা বজায় রেখেছে। বাংলা থেকে আপলোড করা চেকলিস্টের সংখ্যা ছিল ১,৯০৯, যা ২০২৪ সালে ২,২২৩টি ছিল। দার্জিলিং জেলা বাংলার প্রজাতির সংখ্যার শীর্ষে রয়েছে যেখানে ২৫২টি প্রজাতি দেখা গেছে, যদিও এটি ২০২৪ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ৩০৮টির মতো। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাংলায় সবচেয়ে বেশি অর্থ্যাৎ ৫১৩টি চেকলিস্ট আপলোড করেছে। উল্লেখযোগ্য বিরল পাখি প্রজাতি দেখার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গের ঝালং এর ইবিস বিল, বারুইপুরে স্পটেড ক্র্যাক এবং মালদহে কমন স্টারলিং। সারা দেশ জুড়ে ২০২৫ সালে, ৫,৩০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী যোগ দিয়েছিলেন, যার মধ্যে বাংলার ৩৪৪ জন ছিলেন। বাহারউদ্দিন এসকে ৩১০টি প্রজাতি পর্যবেক্ষণ করে সারা দেশের মধ্যে শীর্ষ পাখি পর্যবেক্ষকদের মধ্যে আছেন ও বাংলার শান্তনু মান্না সর্বাধিক ১১২টি চেকলিস্ট আপলোড করে শীর্ষস্থানে আছেন । বাংলা থেকে ৩৪৪টি জায়গায় পাখি পর্যবেক্ষণ করা হয়। ২০২৫ সালে ভারতে ক্রমানুযায়ী সাজালে পাখি প্রজাতির সংখ্যার গননার শীর্ষে রাজ্যগুলি হল প্রথম পশ্চিম বাংলা (৫৪৩টি), দ্বিতীয় উত্তরাখণ্ড (৪৪৬টি), তৃতীয় আসাম (৪১৪টি), চতুর্থ মহারাষ্ট্র (৪১৪টি) এবং পঞ্চম কর্ণাটক (৩৮০টি)।

জিবিবিসির চার দিনের প্রধান লক্ষ্য হল আপনার ইচ্ছামত যেকোন জায়গায় বাইরে যান তা আপনার কাছের কোন পার্ক, জলাভমি, আপনার বাড়ির বারান্দা বা ছাদ যাই হোক না কেন। কমপক্ষে ১৫ মিনিট পাখি পর্যবেক্ষণ করুন, আপনার দেখা সব পাখি প্রজাতির সংখ্যা গননা করুন ও ই-বার্ড অ্যাপে অনলাইনে পাখির তালিকা আপলোড করুন।পাখি দেখার মজার পাশাপাশি, এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও আছে যেমন দেশজুড়ে পাখি কিভাবে ছড়িয়ে পড়ছে,আবাসস্থল ও আবহাওয়র পরিবর্তনের ফলে তারা কিভাবে প্রভাবিত হয় এবং বছরের পর পাখির সংখ্যা ও বন্টন পরিবর্তিত হচ্ছে কিনা এমন অনেক কিছু।

সোনা ব্যবসায়ীকে খুনের অভিযোগে কেরালা থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল জামালপুর থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন - সোনা ব্যবসায়ীকে খুনের অভিযোগে কেরালা থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল জামালপুর থানার পুলিশ,এ পর্যন্ত গ্রেফতার মোট ৪ অভিযুক্ত।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানা এলাকার এক ব্যক্তি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে, তার বড় ভাই যে কিনা সোনার বন্ধকী ব্যবসা করেন, তিনি সোনার অলঙ্কার নিয়ে ব্যবসা সূত্রে নবগ্রাম এলাকায় যান।পরদিন সকালে তিনি জানতে পারেন যে তার বড় ভাইকে নবগ্রাম মুসুন্দা রেলগেটের কাছে মৃত অবস্থায় পাওয়া গাছে। তিনি সন্দেহ করেন যে সন্তোষ ঠাকুর এবং তার সহযোগীরা তার বড় ভাইকে হত্যা করেছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে জামালপুর থানা নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে।তদন্ত চলাকালীন তদন্তকারী অফিসার নবগ্রাম গ্রামে সন্তোষ ঠাকুরের ছেলে কিশোরী ঠাকুরের বাড়িতে অভিযান চালান এবং তাকে গ্রেপ্তার করেন। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি, সুমন হাজরা এবং অন্য অভিযুক্তরা মিলে স্থানীয় একটি সোনার দোকান থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য অভিযোগকারীর বড় ভাইয়ের কাছ থেকে সোনার গয়না ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করেছিলেন।একই দিনে অভিযুক্ত সন্তোষ ঠাকুর এবং সুমন হাজরাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। প্রধান অভিযুক্তদের জবানবন্দি অনুসারে এই অপরাধে জড়িত আরো তিনজন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, যারা অন্য রাজ্যে আত্মগোপন করে আছে। টেকনিক্যাল ইনপুট এবং পুলিশ সোর্স মারফত এই অপরাধে জড়িত এক ব্যক্তির হদিস পাওয়া যায় সুদূর কেরালা রাজ্যে। সঙ্গে সঙ্গে জামালপুর থানার একটি বিশেষ পুলিশ টিম বেরিয়ে পরে কেরালার উদ্দেশ্যে এবং কেরালা রাজ্যের কোল্লাম জেলার শাষ্টোমকোট্টা থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে জামালপুর থানা এলাকার নবগ্রামের বাসিন্দা ঝন্টু শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্য জড়িত ব্যক্তিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

ধনেখালিতে প্রেমিকাকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা প্রেমিকের ! প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন - প্রেমিকাকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগ প্রেমিকের বিরুদ্ধে।প্রেমিকা শিউলি হাঁসদা ওরফে লক্ষ্মীকে (২২) বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গলায় ওরনার ফাঁস দিয়ে খুন করার অভিযোগে প্রেমিক কৌশিক সর্দারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।রবিবার ১৬ মার্চ ঘটনাটি ঘটেছে ধনেখালি থানার বিষ্ণুপুরে।১৭ মার্চ সোমবার হুগলি গ্রামীণ পুলিশের একটি দল ডিভিসি খালধারে তল্লাসি চলিয়ে শিউলির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠায়।মৃতের মা শ্রীমতী হাঁসদার খুনের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কৌশিককে গ্রেপ্তার করে।এ দিন অভিযুক্তকে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।শিউলির মা শ্রীমতী হাঁসদা পুলিশের কাছে এক পাতার লিখিত অভিযোগ পত্রে জানিয়েছেন, শিউলির(লক্ষ্মী) সঙ্গে ২ বছরের বেশি সময় ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল কৌশিকের।রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কৌশিক শিউলির বাড়িতে আসে।তারপর তাকে মোটর সাইকেলে চাপিয়ে পাড়াম্বুয়া বাজারে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে যায়।তারপর থেকে শিউলির কোনো হদিস না পেয়ে ধনেখালি থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে শিউলির মা।রাতে পুলিশ নিখোঁজের সন্ধানে নেমে শিউলির দেহ উদ্ধার করে এবং কৌশিককে আটক করে।পরে শিউলির মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে কৌশিককে গ্রেপ্তার করা হয়। হুগলি গ্রামীন পুলিশের এক আধিকারিক জানান,পুলিশ ঠিক সময়ে না পৌঁছালে অভিযুক্ত আত্মঘাতী হত।পুলিশের জেরায় ধৃত প্রেমিকাকে খুনের কথা স্বীকার করেছে।সোমবার অভিযুক্তকে চুঁচুড়া সিজিএম আদালতে তদন্তকারী অফিসার প্রেরণ করলে তাকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে তরুণী খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ।উদ্ধার করা হয় মৃতার হ্যান্ড ব্যাগ, মোবাইল ফোন এবং হেডফোন।মঙ্গলবার এবং বুধবার ১৮ ও ১৯ মার্চ দুপুরে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ওই অভিযুক্তের মোটরসাইকেল এবং মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করে।মোটরসাইকেলটি নিয়েই আসামি তার বান্ধবীকে ডিভিসি ক্যানেল ধরে বেড়ানোর নাম করে নিয়ে যায় এবং গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ।আসামির দেখানো মতে ডিভিসি ক্যানেলের কাছে একটি ঝোপ থেকে ওই মৃতা তরুণীর হ্যান্ড ব্যাগটি , মোবাইল ফোন এবং হেডফোন উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।পুলিশ হেফাজত শেষে অভিযুক্ত কৌশিক সর্দারকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়।মেয়েটির ময়না তদন্ত চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্টে চুঁচুড়া হাসপাতালের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক এই মেয়েটির মৃত্যু গলাটিপে হয়েছে বলেই মতামত প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে।

মোবাইল টাওয়ারের ব্যাটারি চুরির ঘটনায় আরও ৪ জনকে গ্রেপ্তার করল গুড়াপ থানার পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - হুগলি জেলার বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে গত ছ'মাসে মোবাইল টাওয়ারের ব্যাটারি চুরির অভিযোগ আসছিল পুলিশের কাছে।এই অভিযোগের ভিত্তিতে হুগলি গ্রামীন পুলিশের গুড়াপ থানা কিছু তথ্য যোগাড় করে এবং ওই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এখনো পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে।এই গ্রেফতার হওয়া দুষ্কৃতীদের মধ্যে মোবাইল টাওয়ারের বিভিন্ন বেসরকারি ভেন্ডারের কিছু কর্মচারীর যোগাযোগ প্রকাশ পেয়েছে। জানা গেছে মোবাইল টাওয়ারের সতর্ক ভাবে সেখান থেকে খুলে মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হত।এই ব্যাটারিগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী। গত কয়েকদিনে গুড়াপ থানার বিশেষ তদন্তকারী দল পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন

থানা, হুগলির তারকেশ্বর, চন্ডীতলা এবং ধনেখালি থানা এলাকায় তল্লাশি করে আরও চারজনকে গ্রেফতার করেছে এবং তাদের কাছ বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া দুষ্কৃতিকারীরা হল শেখআইনল(৪২),বাড়ি নলদহ , ধনেখালি, শম্ভু মন্ডল (৬০), চাচোল, মেমারি, মোঃ গোলাম মুর্শিদ(৩৭), বাড়ি দেবীপুর , মুর্শিদাবাদ এবং সঞ্জীব অধিকারী ওরফে বাপ্পা ,বাড়ি মশাগ্রাম , জামালপুর।১৯ মার্চ ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। তাদেরকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে ব্যাটারি চুরির সঙ্গে আর যারা জড়িত তাদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে পুলিশ।এবং ব্যাটারি চুরি চক্রের যে জাল কয়েকটি জেলা জুড়ে ছড়িয়ে আছে সেটা গুটিয়ে আনার চেষ্টা করছে পুলিশ।

বেআইনি পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন - বেআইনি পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে হুগলির বলাগড় থানার

রুকেশপুর গ্রাম সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় ২০ মার্চ বৃহস্পতিবার জোরদার তল্লাশি অভিযান চালালো হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের বলাগড় থানার পুলিশ।এই বিশেষ দলের নেতৃত্বে ছিলেন হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র।উপস্থিত ছিলেন সিআই সৌমেন বিশ্বাস,বলাগড় থানার ওসি সোমদেব পাত্র সহ বলাগড় থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।এদিন সৃজা কামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রুকেশপুর এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ।সেখানে কম বেশি ৮ - ১২ কাঠা জমির মধ্যে অবৈধভাবে চাষ করা পোস্ত গাছের চারা নষ্ট করে পুলিশ। হুগলি গ্রামীন জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এ ধরনের পোস্ত চাষ করা সম্পূর্ণ বেআইনি।এর থেকে বিভিন্ন ক্ষতিকারক মাদকদ্রব্য উৎপাদিত হয়।তবে কে বা কারা এ ধরনের বেআইনি চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ এবং তাদের বিরুদ্ধে মাদক বিরোধী আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।ভবিষ্যতে এ ধরনের বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুগলি গ্রামীন পুলিশের অভিযান আরো চালানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে শুরু করার সুপারিশ করল লোকসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন - অষ্টম লোকসভার গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত রাজ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির পঞ্চম রিপোর্ট (২০২৪-২০২৫) বুধবার ১২ মার্চ,২০২৫ প্রকাশিত হয়েছে।এই রিপোর্টে ঐ কমিটি পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ (অভিযোগ ওঠা বছর বাদ দিয়ে) অবিলম্বে দেওয়ার সুপারিশ করেছে।ঐ রিপোর্টের ৬৩ পাতায় পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এনআরইজিএ বন্ধ থাকার কারণে পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী বিশেষ কষ্টের মধ্যে আছে।পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা ব্যাপক বেড়ে গেছে।গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ থমকে গেছে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে শুরু করার দাবিতে বাম খেতমজুর সংগঠন সমূহের পক্ষ থেকে একাধিকবার দাবি জানানো হয়েছে।তৃণমূল কংগ্রেসও বার বার সোচ্চার হয়েছে ১০০ দিনের কাজ ও বকেয়া টাকার দাবিতে।স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ মেনে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে কিনা সেটাই এখন দেখার।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নারীদের জীবন যন্ত্রণার কথা শোনালেন ধনেখালির অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী রুমা

নিজস্ব সংবাদদাতা - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উইমেন্স স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার' বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিপুর ক্যাম্পাসে মঙ্গলবার ২৫ মার্চ আয়োজন করে 'নারী শ্রমের মূল্য, নারী শ্রমিকের মর্যাদা' শীর্ষক এক সেমিনার।এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন স্বাতী ভট্টাচার্য রত্নাবলী রায়, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়,অচিন চক্রবর্তীর মতো প্রথিত যশা সাংবাদিক ও সমাজকর্মীরা।আর অন্যদের সাথে এই সেমিনারে বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে নারী শ্রমিকদের জীবন যন্ত্রণা, শ্রম শোষণ ও নারীত্বের অমর্যাদার প্রাত্যহিক কাহিনী তুলে ধরেন হুগলির ধনেখালির অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী রুমা

আহেরি।আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, মহিলা কারখানা শ্রমিক থেকে ঋণগ্রস্ত গ্রামীণ গৃহবধূদের আজকের জীবনের বাস্তবতা তুলে ধরে রুমা যে বক্তব্য রাখেন তা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

গাড়লমুড়ি থেকে কালাপাহাড় পুল পর্যন্ত পিচ রাস্তার বেহাল দশা।রাস্তার পাথর উঠে গড়াগড়ি খাচ্ছে।ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন।অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারেথ উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

মেলকী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
[illegible]
নিবন্ধসংখ্যা (Registration No)- [illegible]

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি

[illegible] 27/03/2024 [illegible] 25/03/2025 [illegible] (Authorized) [illegible] 26/03/2025 [illegible] 09/04/2025 [illegible] (Final Voter List) [illegible] 11/04/2025 [illegible]

তারিখ- 25/03/2025

[illegible]
সহকারী নির্বাচনী আধিকারিক
মেলকী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

মানবতার অনন্য নজির গড়লেন অসীমা পাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন - অসুস্থ ছাত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে মানবতার অনন্য নজির গড়লেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বুধবার ভাস্তাড়া ষষ্ঠীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে রিয়া টুডু নামে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী।অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।অসুস্থ ছাত্রীটিকে নিজের গাড়ি করে নিয়ে এসে নিজে উপস্থিত থেকে ধনেখালি হাসপাতালে ভর্তি করলেন অসীমা পাত্র। মানবিকতার এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন বিধায়ক অসীমা পাত্র।ছাত্রীটি বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে বলে জানা গেছে। ছাত্রীটি হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে,বাড়ি বর্ধমানের মানকরে।

(প্রথম পাতার পর) **বসে আঁকো প্রতিযোগিতা**

বিদ্যামন্দিরে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল।সেখানেও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উচ্ছ্বাসে,উৎসাহে সুজন সুলভ মেজাজে মেতে উঠল ছেলে মেয়েরা।মঞ্চে আমরা বেশ কয়েকজন বড়'রা আলোচনা ও আলাপে মগ্ন

হয়েছিলাম অনেকক্ষণ।কথা বলতে বলতে এক অনির্বচনীয় আনন্দের পরিবেশ সহজ ভাবে ঈশ্বর নিজেই যেন

তৈরি করে দিয়েছিলেন।আমি ওদের মায়াময় মুখে অনেক প্রশ্ন, অনেক মনের কথা এবং মতামত দেখেছি।অপরূপ শ্রদ্ধা এবং গভীর ভালবাসার জলছবি যেন সন্ধ্যা বেলায় ফিরে এসেও আমি যেন একা একা আঁকছি আর আঁকছি। সম্পাদক প্রিয়

ইসরাইল সাহেব মহাশয়ের অনবদ্য উদ্যোগ এবং শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক যিনি যথার্থ বিদ্যার্থী দরদী তাঁর প্রস্তাব অনুসারে বিষয় নির্বাচন করা হয়েছিল।বিগত মাধ্যমিক পরীক্ষার অন্তিম দিবসে বাড়ি ফেরার পথে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে একটু আচরণগত সমস্যা ওদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল।আলোচনা সবাই আমরা বুঝিয়ে দিলাম এবং দেখিয়ে দিলাম ভালবাসা এবং শৃঙ্খলা,আনন্দ ও সংযম সব কিছু সঙ্গে নিয়ে চলতে পারলে পড়াশোনা ও জীবনের পাঠ গ্রহণের এক সহজ যোগের সাধনাকে অবশ্যই সম্ভব করা যায়।সুন্দরবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার সঙ্গে শিক্ষকতার প্রতি ভালোবাসা দুটোই প্রতিফলিত হল অন্যতম আলোচক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী মহাশয়ের বক্তব্যে।ভজন ভোজন সবই তো হল।কুড়ি বছর পরেও দেখেও সঞ্চালক সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয় আমাকে যে চিনতে পারলেন এটা আমার প্রাপ্তি।তবে দিনের শেষে আমার চোখে আবেগে আনন্দে শেষ বিকেলে শিশির বিন্দু ফুটিয়ে তুলেছিল আমার এক গুচ্ছ বালক বালিকা যখন ওরা আমাকে মনের মধ্যে জেগে ওঠা কত কথাই না বলে গেল। এরাই তো আমাদের মহাজাতি নির্মাণের কর্মযজ্ঞের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠবে।এদের চোখে অনেক স্বপ্ন,অনেক প্রত্যাশা,অনেক ভাবনা।ওরা আমায় কথা দিয়েছে ওরা মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে ওদের লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রয়াসে। ঈশ্বর ওদের কল্যাণ করবেন অতি অবশ্যই। ”

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শুধু সুন্দরবন চর্চা'র সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ীও অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর নিজের অনুভূতি সোস্যাল মিডিয়ায় খুব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর ফেসবুক ওয়ালে লিখেছেন,“গতকাল বিকেলবেলাটা অন্যরকম কাটল। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত থাকার সুযোগ হলঞ্চ 'খবর সোজাসুজি' নামে একটি পত্রিকা ও স্থানীয় নিউজ চ্যানেলের উদ্যোগে ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় একজন উদ্যোগী মানুষ স্কুলে পৌঁছেই সেটা অনুভব করলাম। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড.বাণী প্রসাদ সেন, প্রবীণ মানুষটির কাছ থেকে অনেককিছু জানতে পারলাম। এই উদ্যোগের কর্ণধার ইসরাইল মল্লিক একজন উদ্যমী মানুষ। সীমিত সাধ্যে স্থানীয় খবর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সকলের সামনে আনাই তাঁর উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সবচেয়ে ভাল লাগল এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তারা রবিবার বিকেল বেলা স্কুলে উপস্থিত থেকে যেভাবে সব কাজে হাত লাগিয়ে অনুষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে গেল তা এক কথায় অসাধারণ। ছোটদের সঙ্গে সময় কাটানো সবসময় অতি আনন্দের অনুভূতি। ”

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় বলেন,“খবর সোজাসুজি' পাক্ষিক সংবাদপত্রের পরিচালনায় শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরে ২৩ শে মার্চ রবিবার এক মনোরম আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করে মুগ্ধ হলাম। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে যে বিষয়ে আলোচনা হল “সাক্ষী পঁচিশ, বইয়ের পাতা,উড়লো যেন ফানুস/ বোঝার আগেই, ভাবলি বোঝা,ওরে বহুরূপী মানুষ” অত্যন্ত যুগোপযোগী। বইয়ের সাথে অল্প বয়স থেকেই দূরত্ব বৃদ্ধি করে রোজগারের নেশায় ছাত্র-ছাত্রীরা যে সহজ পথ বেছে নিচ্ছে আগামী দিনে যার কোনো ভবিষ্যত নেই। জীবনের মূল্যবান সময়ে পান্ডিত্য না বাড়িয়ে নেশার মতো অর্থ উপার্জনের যে পদ্ধতি তারা গ্রহণ করছে আগামী দিনে পরমুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকবে না। ধন্যবাদ জানাই সম্পাদক মহাশয়কে এই ধরনের বাস্তব চিন্তাভাবনা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এছাড়া বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে এলাকায় আঁকার প্রতি ঝোঁক বাড়বে বলেই মনে করি।”

(প্রথম পাতার পর) **এক নজরে**

বাংলায় বিভাজনের রাজনীতি চলে না”, খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিককে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বললেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

ধনেখালির ভোতড়-ভাস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল।

(প্রথম পাতার পর) **নান্দাইয়ে গুরজোয়ানি নদীর ওপর**

ব্রিজ।চাষাবাদ করে ফসল নিয়ে ফেরাও এই ব্রিজের ওপর দিয়েই।এছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম বাজার ঘাট সমস্ত কিছুই সারতে হয় এই ব্রিজের ওপর দিয়েই। বছরের অন্য সময় গুলোতে এই নদীর জল অনেকটাই শুকিয়ে যায়।যে কারণে নদী তীরবর্তী রাস্তাটি শুকনো থাকে যা মানুষজনের চলাচলের পক্ষে অনেকটাই সুবিধা হয়।কিন্তু বর্ষার সময় বর্ষার জল পেয়ে এই নদী ফুলে ফেঁপে ওঠে। বেড়ে যায় নদীর জলস্তর। এবং নদীর তীরবর্তী কাঁচা রাস্তাটিও কাদা জল খানাখন্দে ভরে যায়। যা চলাচলের পক্ষে একেবারেই অযোগ্য হয়ে ওঠে। তখন এই সেতু দিয়ে পারাপার করা রীতিমত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বর্তমানে এই সেতুটির বেশ কিছুটা অংশ খারাপ হয়ে গেছে। মোটরবাইক বা এমনি চলাচলের সময় সেতুটি দুলছে। অনেকেই এই সেতু পারাপারের সময় দুর্ঘটনার কবলেও পড়েছেন। বর্তমানে এলাকাবাসীরা এখানে একটি পাকা সেতুর দাবি তোলেন। যদিও এ দাবি তাদের বহুদিনের।নান্দাই পঞ্চায়েতের প্রধান রাখি হালদারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান প্রত্যেক বছরই পঞ্চায়েতের তরফ থেকে সেতুটিকে মেরামত করে দেওয়া হয়। এবং যাতে এখানে একটি পাকা সেতু নির্মাণ করা হয় সেই নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথেও কথা বলেছেন তারা। এছাড়াও তিনি জানান এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন এবং এখানে একটি পাকা সেতু নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন। বর্তমানে সেতুটির যেই অংশটি ভেঙে গেছে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটিকে ঠিক করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এমনটাই এদিন জানান তিনি।

অসীমা পাত্রের উদ্যোগে ধনেখালি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধনেখালি বিধানসভার ১৭ টি অঞ্চলের ২৭৬টি মসজিদে বৃহস্পতিবার পাঠানো হল ইফতার সামগ্রী,সঙ্গে দেওয়া হল ইমাম সাহেবের জন্য পাঞ্জাবি।মসজিদে ইফতার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার সকালে ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিস থেকে অঞ্চল ভিত্তিক দলীয় কর্মীদের হাতে ইফতার সামগ্রী তুলে দিলেন ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ।

FARHAD HOSSAIN
Channel Partner
শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন। 7718563194
KHANPUR HOOGHLY WEST BENGAL KHANPUR, HOOGHLY, WEST BENGAL, INDIA 712308
farhad05ster@gmail.com
AngelOne
www.angelone.in

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com